দুর্বা ঘাস কেন পুজায় লাগে?

দুর্বাসুর নামে এক অসুর ছিলেন। কিন্তু সে অসুর হয়েও কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। আর দুর্বাসুরের মা মোটেও কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন না।
দুর্বাসুরের বাবা, ভাই সকলে দেবতাদের হাতে মারা গিয়েছিলেন। এই জন্য, দুর্বাসুরের মা সবসময় চাইতেন, দেবতাদের স্বর্গ রাজ্য ধ্বংস ও দেবতারা মারা যাগ।
একদিন দুর্বাসুরের মা দুর্বাসুরকে বললেন; তুই ত্রিদেবের তপস্যা করে (ব্রক্ষ্মা বিষ্ণু শিবের) অমরাত্ব বর লাভ করে, ত্রিলোক জয় করে আয়। এবং আমি এই ত্রিলোকের রাজ মাতা হবো; এটা আমার তোর উপর আদেশ।
মায়ের কথা মত, দুর্বাসুর নির্জনে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। হাজার বছর তপস্যা করলো কিন্তু সেই তপস্যা ভাঙ্গল না। তার সমস্ত মাংস পঁচে খসে উঁয়িপোকায়, পোকামাকরে খেয়ে নিয়েছে তার হাড় ও খসে পড়ে মাটিতে মিশে গেছে এখনও সেখান থেকে ত্রিদেবের নাম উচ্চরিত হচ্ছে। এই সময় দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলে দুর্বাসুরের তপস্যায় তাই তারা তার তপস্যা ভাঙ্গার বিভিন্ন কৌশলের সাহায্য; নিয়েও ব্যর্থ হল।

অবশেষে; ত্রিদেব এসেছে - ব্রক্ষ্মা তাঁর কমন্ডুলের জল ছিঁটিয়ে দিয়ে রক্ত মাংস এক করে আগের রুপ দিলেন। এবং বর প্রর্থনা করতে বললেন:-
দুর্বাসুর বললেন" প্রভু আমি মাতৃ আজ্ঞার জন্য এ তপস্যা করছি। আমার মা বলেছেন- অমরত্বের বর নিয়ে আসতে। তাই আমি এ কঠোর তপস্যা করছি। আমি জানি" হে গোবিন্দ, আমাকে যদি আপনারা অমরত্ব বর দেন তাহলে আমার মা আমাকে দিয়ে আবারো খারাপ কাজ করাবে।
তাই হে গোবিন্দ, আমাকে এমন বর দেন আমি অমর ও হতে পারি, আপনাদের সেবায় ও লাগতে পারি, এবং আমার দ্বারা যেন জগতের কারও অনিষ্ট না হয়।

Published on: Feb, 06 2023 10:14

দুর্বাসুরের কথায়, ত্রিদেবেরা সন্তুষ্ট হলেন বললেন " হে দুর্বা সুর শুধু ত্রিদেবে না, জগতের সকল দেব দেবীর সেবায় তুমি লাগবে, এই আশির্বাদ করলাম।
দুর্বাসুর বললেন কিভাবে প্রভু" ভগবান বললেন," হে দুর্বাসুর তুমি দুর্বা ঘাসে পরিনত হবে এবং সকল দেবতার পূজায় তোমাকে প্রয়োজন হবে।
আজ অক্ষয় তৃতীয়ায় তোমাকে অক্ষয় বর প্রদান করলাম। জগতে সবাই মারা যাবে কিন্তু তুমি দুর্বা ঘাস রুপি দুর্বাসুর কখনো মারাযাবে না। অমর হয়ে থাকবে, এই পৃথিবীতে।
পূজা করতে দুর্বার পাতা লাগে তিনটি। এই তিনটি পাতায় ব্রক্ষ্মা,বিষ্ণু,শিব অবস্থান করে। এই জগতে যত শুভ কাজ হবে এই ত্রিদেবকে ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ভগবান বললেন "আজ থেকে যত শুভ কাজ হবে এই দুর্বা ছাড়া কোন আশীর্বাদ হবে না।"

Published on: Feb, 06 2023 10:14